দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 MAR. 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

080

পরীক্ষায় নকল ও শিক্ষাঙ্গন

প্রথম ভেবেছিলাম ভিন্ন কথা। দেশে এসএসসি পরীক্ষা চলছে, এবং মাধ্যমিক শিক্ষকরা ধর্মঘট করছেন ২-দফা দাবীতে। শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিয়ে মনে মনে আশংকা ছিল। সে আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়নি। কয়েকটি দুঃখজনক ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবেই এসএসসি পরীক্ষা চলছে।

এর পরেও গতকালের খবরের কাগজ হাতে নিয়েই চমকে উঠেছিলাম, কিন্তু খবরে আমার আশংকা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। খবরে আছে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে সাম্প্রতিককালের অপরিবর্তনীয় রূপ। অর্থাৎ আমরা যারা ভাই-বরাদারকে নকল সরবরাহ করি মূখ্যত সেই আমাদের নিয়েই গোলযোগ।

গোলযোগ হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে। গোলযোগ হয়েছে নকল সরবরাহ নিয়ে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে গুলিতে দুজন পরীক্ষার্থীসহ তিনজন আহত হয়েছে এই কেন্দ্রে।

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ কেন্দ্রেও পুলিশকে ৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করতে হয়েছে। কেউ আহত হয়নি এই গুলিতে। এই কেন্দ্রে বহিরাগতরা প্রবেশের চেষ্টা করছিল। নলডাঙ্গা কেন্দ্রে প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও বহিরাগতদের সংঘর্ষে একজন অধ্যাপক আহত হয়েছেন। যশোরে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ও আনসারকে ৪ রাউন্ড গুলি ছুড়তে হয়েছে।

কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জে ঘটেছে ভিন্ন ঘটনা। অবাঞ্ছিত লোকদের ভিড়ের চাপে স্কুলের প্রায় ৩০ গজ দীর্ঘ একটি দেয়াল ভেঙে পড়েছে। দাউদকান্দির পরীক্ষা কেন্দ্রে তিনটি পটকা ফুটেছে। নেত্রকোনা জেলার মদন পরীক্ষা কেন্দ্রে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে ৯ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়তে হয়েছে।

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলায়। এই পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল দেয়া নিয়ে সংঘর্ষ হয়। গুলিতে একজন নিহত ও চারজন আহত হয়। বরিশালের গৌরনদী পরীক্ষা কেন্দ্রেও পুলিশকে গুলি ছুড়তে হয়েছে। সংঘর্ষে আহত হয়েছে ১৫ জন। আহতের মধ্যে আছেন ওসি ও ৩ জন কনস্টেবল।

এ ধরনের আরও খবর আছে গতকালের পত্রিকায়। এ নিয়ে কি লিখব বুঝতে পারছি না। নকল করা উচিত নয়, বাঞ্ছনীয় নয়। নকল করা ও নকল দেয়া গর্হিত অপরাধ। এ কথাগুলি বইয়ের পাতায় লেখা আছে। শৈশব থেকে শিক্ষকরা একথা শিখিয়ে থাকেন—আবার নকল দিতে গিয়ে শিক্ষকরাই বহিষ্কৃত হন। ১৯৭২ সালের সেই গণ-টোকাটুকির যুগে সকলের মধ্যেই দেখেছি একটা পাস করার এবং করাবার নেশা।

ভাইকে দেখেছি বোনকে নকল দিতে। পিতাকে দেখেছি পুত্রকে নকল দিতে। এমন কি স্বামীকে দেখেছি স্ত্রীকে নকল দিতে। এই স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে আমাদের দেশের পরিবারের ভিত্তি। এই সকল পরিবারে নিত্যনিয়মিত আদর্শ ও বিবেকের কথা বলা হয়। ১৯৭২-৭৩ সালে এমনি করে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তারাও নিশ্চয় এখন বিবেকের কথা বলছেন, নীতি কথা বলছেন। আদর্শের বাণী ছড়াচ্ছেন।

আমরা চাই বা না চাই, এ নিয়ে আমাদের সমাজ। এই বৈপরীত্যই আমাদের সমাজের বাস্তব ছবি। এই বৈপরীত্যের বিরুদ্ধে আমাদের মাঝে এখনও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। তাই যে কেউ যখন-তখন যেমন খুশি করে বাঁচতে পারে, ফুলের মালা পেতে পারে। এ উদাহরণ আমাদের সমাজে কম নেই।

অবশ্য এমন বলেই আমাদের একটু ভিন্নভাবে সবকিছু ভাবতে হবে। আমরা যদি তেমন হতাম, তাহলে পরীক্ষা-কেন্দ্রে নিশ্চয় আনসার বা পুলিশ দিতে হত না। আমরা তেমন নই বলেই পরীক্ষাকেন্দ্রের কর্মকর্তাদের আর একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। নইলে আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছোড়া হলেও বেদনাদায়ক ঘটনাগুলি ঘটতেই থাকবে। এব্যাপারে আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিচক্ষণ পদক্ষেপ নিতে হবে।

এ ব্যাপারে নিশ্চয় অন্য পক্ষেরও কিছু করণীয় আছে। আমাদের উচিত সংশ্লিষ্ট সকলকেই আহবান জানানো সে কথা আমি পূর্বেও লিখেছি। আমি গত সপ্তাহে লিখেছি শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টির সকল প্রচেষ্টা নিতে হবে। আমরা চেয়েছি, মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটের অবসান হোক। কারণ আমাদের আশংকা শিক্ষকেরা পরীক্ষা কেন্দ্রে না থাকলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট চলছে। কাগজে দেখেছি ৩ দফা দাবীতে বেসরকারী কলেজ শিক্ষকরাও গত ৫ দিন ধরে ধর্মঘট করছেন।

শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের পরিস্থিতি কারও কাম্য নয়। আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এ পরিস্থিতির অবসান চান। সকলেই শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত শান্তি চান। শিক্ষার পরিবেশ চান। তাই আমাদের আবেদন, কেউ দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসুন। শিক্ষাঙ্গনে অচলাবস্থার অবসান করুন। এ অবস্থা দীর্ঘ দিন চলতে পারে না। আশা করব পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সংশ্লিষ্ট সবাই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন।

—অনিকেত